Episode-49

সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরামের পক্ষে প্রবীর গাঙ্গুলী

চরিত্র :

অনিকেত চাটার্জী - গ্রীন ট্রাইবুনালের আধিকারিক।

অভিলব্য মিত্র - কৃষিবিজ্ঞান গবেষক।

রঞ্জন সমাদ্দার - বন বিভাগের আধিকারিক

অঙ্কিতা বসু - পরিবেশ কর্মী

শর্মিষ্ঠা রায় - একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার চেয়ারম্যান।

দৃশ্য ১

[কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল। সময় সন্ধ্যা আটটা। বাইরে রাজপথের যানবাহনের গর্জন। হর্নের দাপট। মানুষের কোলাহল। হলের সভা শেষ। অনিকেত বাবু তার বক্তব্য শেষ করে আয়োজকদের সাথে কথা বলে বিদায় নিচ্ছেন।]

অভিলব্য : নমস্কার অনিকেতবাবু, চিনতে পারছেন ?

অনিকেত : আরে ! মিত্রবাবু আপনি এখানে, কী ব্যাপার ? সভায় এসেছিলেন ?

অভিলব্য : হ্যাঁ, আপনার বক্তব্য শুনতে এসেছিলাম আর আপনার সাথে একটু আলোচনাও ছিল।

অনিকেত : হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন না। আপনার সাথে হঠাৎ এভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি।

অভিলব্য : মানে, আমরা কয়েকজন আপনার সাথে একটু বসতে চাই। আপনার বক্তব্য শুনলাম। আপনার চিন্তা ভাবনার কিছুটা আভাসও পেলাম - কিন্তু এর থেকেও কিছুটা বেশি

জানতে চাই। জানতে চাওয়াটা শুধুমাত্র জানার জন্যই নয়, বরং কিছু প্রায়োগিক বিষয় আলোচনা করতে চাই - যদি আপনি একটু সময় দেন।

অনিকেত : নিশ্চয়ই, এ ব্যাপারে আমিও তো উৎসাহী। আজ তো শনিবার। আগামীকাল আমার তেমন কোন কাজ নেই - চলে আসুন কথা বলা যাবে। আপনারা ক'জন আসবেন ?

অভিলব্য : এই ধরুন চার-পাঁচ জন। কোথায় বসা যায়, আপনার বাড়ি ?

অনিকেত : হ্যাঁ, আমার বাড়িতো ফাঁকা। কোন অসুবিধা নেই। চলে আসুন বিকেল পাঁচটা নাগাদ। ঠিক আছে !

অভিলব্য : ঠিক আছে - আজ তাহলে আসি। নমস্কার।

দৃশ্য ২

[অনিকেতবাবুর দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাট। দরজায় কলিং বেল। অনিকেতবাবু দরজা খোলেন। একে একে অভিলব্য, রঞ্জন, অঙ্কিতা, শর্মিষ্ঠার প্রবেশ। বসার পরে একে অপরের সাথে আলাপ পরিচয় এবং সৌজন্য বিনিময়। কিছুক্ষণ টুকরো টুকরো হাসিঠাট্টা, চা-পান পর্ব চলে। বাইরে শান্ত পরিবেশ আশেপাশের কোলাহল প্রায় নেই ।]

অনিকেত : হ্যাঁ, তাহলে শুরু করা যাক। বলুন আপনারা ঠিক কী জানতে চান ?

রঞ্জন : কাল আপনার আলোচনা শুনলাম। ভালো লাগলো আপনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ - বিশেষ করে আপনি জলবায়ু পরিবর্তনের সমাধানে এন এ পি সিসি বা জলবায়ু সম্পর্কিত ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যানের বিষয়গুলি বলছিলেন। কিন্তু আপনার আলোচনা অনেকগুলো প্রশ্নের মুখে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিল - যেগুলোর উত্তর না পেলে অদূর ভবিষ্যতের বিপদ থেকে আমরা মুক্তির পথ পাব না।

শর্মিষ্ঠা : আসলে, রঞ্জনবাবু বলতে চাইছেন - পরিকল্পনাগুলোর বাস্তবানুগ প্রয়োগ-পদ্ধতি কী হবে তা যদি আমরা জানতে বা বুঝতে না পারি তাহলে তো আলাপ আলোচনা, গবেষণা, আমাদের ভাবনা চিন্তা কোনটাই ফলপ্রসূ হবে না।

অভিলব্য : অনিকেতবাবু, আপনি ব্যাপারগুলো যদি একটু বিশদে ব্যাখ্যা করেন তাহলে আমরা অনেকটা বুঝে উঠতে পারব। আমরা এখানে যে কয়জন উপস্থিত - তারা প্রত্যেকেই দৈনন্দিন রুটিরুজির এবং জীবিকার্জনের পাশাপাশি কিছু কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত যা আমাদের প্রকৃতির ধ্বংসলীলার হাত থেকে বাঁচাতে পারে। আরও ভালোভাবে আমরা কাজ করতে চাই।

অনিকেত : হ্যাঁ, আমরা পৃথিবীর সাতশ কোটি মানুষ আত্মহত্যার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। প্রতিটি দিকে, প্রতিটি ক্ষেত্রে বেজে চলেছে বিপদ ঘন্টা। আমাদের সম্মিলিত লোভ এবং অত্যাচারের মুখে ধরিত্রীর সহ্যশক্তি ফুরিয়ে গেছে। বিষাক্ত হয়ে উঠছে জল ও বাতাস। শেষ হয়ে যাচ্ছে ভূগর্ভের সম্পদ। বাড়ছে তাপমাত্রা। বিপুল সব হিমবাহ গলে যাচ্ছে। মাটিকে গিলে ফেলার জন্য এগিয়ে আসছে সমুদ্র। বিচিত্রভাবে বদলে যাচ্ছে আবহাওয়া, জলবায়ু। বন্যা এবং খরার অতর্কিত আক্রমণে চারপাশে হাহাকার। এটা হল সবকিছু আলোচনার মুখবন্ধ। এই বাস্তব অবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে পরিকল্পনা করতে হবে। মুক্তির পথ খোঁজার জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কর্মসূচীর।

অঙ্কিতা : আমার মনে হয় - আমাদের উচিত এই অবস্থার উৎস খুঁজে বের করে কিছু সমাধানসূত্রে পৌঁছানো। তা না হলে ধরুন না, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই এখন পরিবেশ নিয়ে কাজকর্মে অনেক সচেতন মানুষ যুক্ত, ভারতেও বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বা হচ্ছে - কিন্তু তার ফলাফল ধীরগতিসম্পন্ন বললেই চলে। কেন এমনটা হবে ? সমস্যাগুলো আসলে কোথায় কীভাবে লুকিয়ে আছে - তা ভেবে দেখা দরকার।

অভিলব্য : আমাদের একটা কথা মাথায় রাখতে হবে - পরিবেশের সংকটকে অর্থনীতি, রাজনীতি-বিযুক্ত ভাবে আজ আর দেখা যায় না। সংকটের শিকর খুব গভীরে। গোটা ব্যবস্থাটার মধ্যেই আছে গলদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের যতটুকু করণীয় তা করতে হবে। যেমন বলা

যায় অরণ্য-নিধনের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র আইনী অস্ত্রই যথেষ্ট নয়, এটাকে নিরলস, অবিরাম সংগ্রামের রূপ দিতে হবে এবং এই সংগ্রাম বনবাসী মানুষের জমি-জিরাতের সংগ্রামের সাথে জুড়তে হবে।

রঞ্জন : ঠিক যেমন ভারতীয় কৃষিতে জলসংকটের ভয়াবহতা বুঝতে না পারলে পরিনাম ভুগতে হবে এক দশকের মধ্যেই। মানুষ তীব্র খাদ্য সংকটে পড়বে।

অনিকেত : এখানে আমার নিজের উপলব্ধি হলো সরকারি নীতির পাশাপাশি এদেশের কৃষিক্ষেত্রের অভ্যাসগত বা ব্যবহারিক নানা কারণে এই সম্ভাব্য জলসংকটের জন্য দায়ী। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি জলসংকটের শিকড় বহুমুখী।

রঞ্জন : এই ব্যাপারে আমি আপনার বক্তব্যটা জানতে চাইব। আমি এক্ষেত্রে কিছু ক্ষেত্র-গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি -- মানুষের রুটি-রুজি বাঁচিয়ে রেখে কীভাবে একটা সমাধান সূত্রে পৌঁছানো যায়।

অনিকেত : একথা তো মানবেন যে, ভারতবর্ষ নামক দেশটি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ গুলির মধ্যে একটি। এই বিপদের কবলে সেইসব প্রান্তিক মানুষ যারা অরণ্য, কৃষি প্রভৃতির ওপর জীবিকা নির্বাহ করে। আর সবথেকে বেশি দায়ী - শহুরে বিত্তশীল, মধ্যবিত্ত মানুষ যারা ক্রমাগত বিষ নির্গমন করে দিচ্ছে আকাশে, বাতাসে।

শর্মিষ্ঠা : অবশ্যই। পৃথিবীর যে দেশগুলো সবচেয়ে বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাতাসে মেশায় তাদের তালিকায় আমরা ওপর থেকে তৃতীয়। পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত কুড়িটি শহরের অর্ধেক আমাদের দেশে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি গাড়ি বিক্রি হওয়া দেশগুলির মধ্যে আমরা পঞ্চম। আজও আমরা কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল - মা আমাদের দেশের গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমনের অন্যতম মূল উৎস।

অঙ্কিতা : আমরা যতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সৌদি আরবের মত উন্নত দেশগুলির ওপর দায় চাপাই না কেন, আমরা মোটেই এব্যাপারে 'ভালো ছেলে' নই।

অভিলব্য : অনিকেতবাবু, আপনি কালকের আলোচনায় এন এ পি সি সির যে আটটি উদ্যোগের কথা তুলে ধরলেন - তার কতটা বাস্তবায়িত হলো - জলবায়ু পরিবর্তনকে আমরা কতটা প্রশমন করতে পারলাম তার বিবরণ আপনার বক্তব্যে খুব একটা উঠে আসেনি। আমরা কি সত্যিই নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে পেরেছি সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে ?

অনিকেত : দেখুন, গতকাল আমি যে বক্তব্য রেখেছি তা পুরোটাই অফিশিয়াল বা অনুষ্ঠানিক। কিন্তু আমি যতটুকু ব্যক্তিগতভাবে বুঝেছি - তা হল সিন্ধুতে বিন্দু। এরকম একটা সর্বগ্রাসী বিপদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া এতটা সহজ কাজ নয়। স্বাধীনতার পর থেকে অনেক ধরনের পরিকল্পনা সরকারিভাবে নেওয়া হয়েছে। তার বেশিরভগটাই বাস্তবায়িত হয়নি, হলেও তা হয়েছে দায়সারা গোছের।

রঞ্জন : আমাদের আলোচনাটা একটু অগোছালো হয়ে যাচ্ছে। আমরা বরং একটা দুটো বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে একটা নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত ঠিক করে নিই।

অভিলব্য : তাহলে, আমরা বনভূমি সংরক্ষণ এবং জলসংকট রোধ - এ দুটো বিষয়ে যায়।

শর্মিষ্ঠা : সেটাই ভালো হবে। রঞ্জনবাবু আপনি 'অরণ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং আমাদের কর্তব্য' বিষয়ে কিছু বলুন।

অনিকেত : হ্যাঁ, সেটাই ভালো হবে। আলোচনাটা একটা দিশা খুঁজে পাবে। শুরু করুন রঞ্জনবাবু।

রঞ্জন : অরণ্য, ক্ষুধা ও মানুষ - এই তিনটের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। জীবিকা এবং সার্বিক প্রয়োজনে মানুষ ক্রমাগত অরণ্য কে ধ্বংস করে চলেছে। নাগরিক সভ্যতা পত্তনের জন্য মানুষ নির্বিচারে অরণ্য নিধন করতে করতে আজ প্রবল সংকটের মুখোমুখি।

শর্মিষ্ঠা : তা হলে বনাঞ্চল সংরক্ষণ করতে গিয়ে আমরা কি মানুষকে জীবিকাচ্যুত করব ?

রঞ্জন : একেবারেই নয়। বরং ক্ষুধাকে মেটানোর জন্যই বনাঞ্চলকে রক্ষা করা দরকার। অরণ্যকে বাঁচাতে পারলেই আমরা অরণ্যবাসী বা অরণ্য ঘেঁষা কৃষি অঞ্চলকে বাঁচাতে পারব। অরণ্য ও জীবিকার মধ্যে একটা ভারসাম্য আসবে। তাতেই পরিবেশ বাঁচবে এবং স্থায়ী উন্নয়নও হবে। অরণ্যবাসীরাই হবে অরণ্য বাঁচাও পরিকল্পনা প্রকৃত কারিগর।

শর্মিষ্ঠা : এ ক্ষেত্রে বাস্তবে কী রকম ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আপনার মনে হয় ?

রঞ্জন : ব্যাপারটা খুব সহজ আবার খুব জটিল। ধরা যাক বনভূমি সংরক্ষণের জন্য বনভূমির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষদের এবং বনঘেঁষা এবং বনভূমির দানের ওপর নির্ভরশীল মানুষদের সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানো যায়। যেটাকে বলা যায় জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট। বনসৃজন বা বনজ দ্রব্যাদির উপাদানের পঁচিশ ভাগ যদি তাদের জীবিকার জন্য দেওয়া হয় সুষ্ঠু সরকারি পরিচালনায়, তাহলে বনভূমি সংরক্ষণ হয় আবার ধ্বংস হয়ে যাওয়া অরণ্যভূমিতে নতুন বনসৃজন সম্ভব হয়। মানুষ জীবিকা পায়।

অঙ্কিতা : এটা মানতেই হবে যে আবহাওয়ার পরিবর্তন, খাদ্য ও জলের নিরাপত্তা, বায়ো ডাইভারসিটি সংরক্ষণ কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সমস্যার প্রশমনের ক্ষেত্রে অরণ্যের বিশেষ ভূমিকা আছে। এর জন্য প্রয়োজন জাতীয়, রাজ্য, আঞ্চলিক স্তরে সরকারি, বেসরকারি এবং প্রান্তিক মানুষের মধ্যে সঠিক সমন্বয় রক্ষা এবং উদ্যোগ গ্রহণ।

রঞ্জন : হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমরা কিছু কেস স্টাডি করেছি। ক্ষেত্র সমীক্ষা চালিয়ে গ্রামভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। যার জন্য প্রয়োজন আরো উদ্যোগ। আরো পরিশ্রম। আরো বেশি মানুষের অংশগ্রহণ।

অভিলব্য : আপনাদের ক্ষেত্র-গবেষণার ফলাফল এবং সেই সব ক্ষেত্রে আপনারা কী ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন ?

রঞ্জন : পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বনের ভূমিকা গুরুত্বের জন্য বর্তমানে একটি মন্ত্রক আছে। এই মন্ত্রকের সাথে সমন্বয় সাধন ঘটিয়ে আমরা অরণ্যঘেঁষা মানুষদের নিয়ে অর্থাৎ সেই অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের নিয়ে যৌথ বা সমবায় পদ্ধতিতে তাদের অরণ্যের অধিকার ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। ভর্তুকির চাল, বিভিন্ন ভাতার পরিবর্তে যদি তাদের জীবিকা ফিরিয়ে দিয়ে তার সাথে বনভূমি রক্ষার বিষয়ে চুক্তি করতে পারি - তাহলে স্থায়ী উন্নয়ন এবং বনরক্ষা দুটোই হয়। সঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবা আর বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ , ব্যস্।

অনিকেত : হ্যাঁ, এটাই একমাত্র পথ। সরকারি সাহায্য ও প্রান্তিক মানুষদের মাঝ থেকে যদি ফড়ে-দালালদের সরিয়ে আমরা যারা মানুষের জন্য কাজ করতে চাই তারা যদি সরকার, বনবিভাগ, বিডিও, স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে এক-একটা অঞ্চলে এক একটি মঞ্চ তৈরি করে কাজ করি তাহলে আমরা একটা পথ পাবো আশা করি। ওঃ ভালো কথা - রঞ্জনবাবু আপনারা এখন কোন কোন অঞ্চলগুলি ধরে কাজ করছেন ?

রঞ্জন : সুন্দরবনের সজনেখালি, মেদিনীপুরের অপরাবাড়ি অঞ্চল, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার আর কিছু গ্রাম নিয়ে আমাদের কর্মকাণ্ড চলছে।

অভিলব্য : গ্রামের লোকেদের থেকে এই উদ্যোগের জন্য সহযোগিতা কেমন পাচ্ছেন ?

অনিকেত : গ্রাম বা বনবাসী মানুষ যখন বুঝতে পারে যে মানুষগুলো শহুরে হয়েও তাদের পাশে দাঁড়াতে এসেছে তাদেরই স্বার্থে - তখন তারা পূর্ণ সহযোগিতা দেয় এবং কাজের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে তাদের সচেতনতাও বৃদ্ধি পায়।

শর্মিষ্ঠা : অভিলব্য বাবু এবার আপনার কাজের ধরনগুলো একটু বলুন।

অনিকেত : হ্যাঁ, কী পদক্ষেপ আপনারা ইতিমধ্যে গ্রহণ করছেন গ্রামাঞ্চলের কৃষিতে জল সংকটের ব্যাপারে।

অভিলব্য : প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো - জলসংকটের শিকড় মূলত ত্রিমুখী। জোগানের সমস্যা, প্রয়োগের সমস্যা এবং মানের সমস্যা। তাই এই সংকট নিরসনে বহুমাত্রিক ভাবনা-চিন্তার সমন্বয় বিশেষভাবে দরকার।

অনিকেত : আবার সার্বিক এই সমস্যার সঙ্গে আজকের সময়ের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। সময়মতো বৃষ্টিপাতের অভাব এবং অসম বা অতিবৃষ্টি এই সমস্যার গভীরতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। কি তাইতো ?

শর্মিষ্ঠা : এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। জলের সাথে কৃষির নিবিড় এবং সমানুপাতিক সম্পর্ক স্বীকৃত সত্য।

অঙ্কিতা : হ্যাঁ, আপনারা ইতিমধ্যে কী কী ভেবেছেন ?

অভিলব্য : দো ফসলি বা তিন ফসলি জমিতে মূলত ধান ও গম চাষ করা হয় - তার কারণ এই ফসলের ক্ষেত্রে চাষিরা সামান্য পরিমাণে হলেও সহায়ক মূল্য পান - কিন্তু এই শস্য দুটিতেই সবচেয়ে বেশি ভূগর্ভস্থ জলের লাগামহীন ব্যবহার হয়। অন্য ফসল যেগুলিতে জলের ব্যবহার কম হয় - যেমন ডালশষ্য এবং তৈলবীজ জাতীয় বিকাল্প চাষে যদি সহায়ক মূল্য দেওয়ার সরকারি উদ্যোগ বাড়ানো যায় - তাহলে কৃষক উৎসাহী হয়।

অনিকেত : এ ব্যাপারে আপনারা কৃষি মন্ত্রকের সাথে সরাসরি কথা বলে প্রস্তাব দিতে পারেন।

অভিলব্য : আমরা ইতিমধ্যেই কৃষকদের সাথে কথা বলে বিডিওকে যুক্ত করে আলোচনা করেছি। সবুজ সংকেত পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় যে বিষয়ে আমরা জোর দিতে চাই - গ্রামস্তরে জলের গুরুত্ব, জল সংরক্ষণ, এলাকার প্রচলিত সেচ পদ্ধতির আধুনিক ব্যবহার প্রভৃতির জন্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র প্রদর্শনী এবং সহজ উপায়ে ও সস্তায় নতুন প্রযুক্তির সেচ ব্যবস্থায় কৃষকদের উৎসাহিত করছি।

অনিকেত : এখানে কিন্তু আরও একটা বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়। আমি এ ব্যাপারে একটা লেখাও তৈরি করছি - সেটা হল - সরকারি বা প্রশাসনিক উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত বা যৌথ উদ্যোগে কৃষকদের কৃষিক্ষেত্রে জলের ব্যবহারে লাগাম পড়ানোর এবং সেচের উৎকর্ষ বৃদ্ধির বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষিত করা প্রয়োজন।

অঙ্কিতা : এ ব্যাপারে আমারও কিছু ভাবনাচিন্তা আছে। আমি পরিবেশ নিয়ে কাজ করলেও কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে আমার কিছু মতামত তৈরি হয়েছে।

অনিকেত : হ্যাঁ, আপনি বলুন। ব্যাপারটা তো কারও একক প্রচেষ্টাতে সফল হয়না। প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ সম্মিলিত গবেষণা।

শর্মিষ্ঠা : আমিও এ বিষয়ে কিছু পড়াশোনা করছি। জলসংকট মোকাবিলায় কীভাবে এগোনো উচিত তার একটা রূপরেখা তৈরি করার চেষ্টা করছি। অঙ্কিতাদি, আপনি প্রথমে বলুন।

অঙ্কিতা : না মানে আমি দেখেছি - গ্রামে ধানজমিতে যেখানে সেখানে মাটি কেটে পুকুর বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ব্লকস্তরে আইন অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। কারণ, যেখানে সেখানে পুকুর খননের ফলে গোটা এলাকার ভূমানচিত্রে বিরূপ প্রভাব তৈরি করে।

শর্মিষ্ঠা : আবার, সোলার প্রযুক্তির ব্যবহার করে, প্রয়োজনীয় শোধনের মধ্যে দিয়ে বর্জ্য জলকে সেচের জল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। মানে আমি বলতে চাইছি - সুসংহত সেচ ব্যবস্থার প্রচলনের মাধ্যমে কৃষকরা ভূগর্ভস্থ জলের অপব্যবহার রুখতে পারেন।

অনিকেত : এ ব্যাপারে কৃষকদের অবহিত করতে হবে। সেখানেই তো ফাঁক আমরা যেটা করতে পারি - গ্রামে গ্রামে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রশিক্ষণ এবং সরকারি দপ্তরগুলিকে এর সাথে সংযুক্ত হতে বারংবার আহ্বান রাখা।

অভিলব্য : চাষ করার পদ্ধতির মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা যায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে। যেমন জমি চাষ দেবার সময় উপরিভাগ যতটা সম্ভব ঠিকভাবে সমতল করার ওপর জোর দেওয়া

উচিত। এর জন্য যৌথভাবে অথবা সমবায়ের সাহায্যে লেজার এন্ড লেভেলার যন্ত্রের ব্যবহার খুবই কার্যকর হতে পারে।

অঙ্কিতা : এছাড়া কম বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে - যেখানে মাটির জলধারণ ক্ষমতা কম - সেখানে জমির সীমানা বরাবর নানা ধরনের জল সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা কৃষকদের রপ্ত করাতে হবে।

অনিকেত : হ্যাঁ, সব মিলিয়ে আজকের এই সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে কৃষিক্ষেত্রে জলসংকট মোকাবিলায় বহুমাত্রিক প্রশাসনিক উদ্যোগ বা নীতিগ্রহণ এবং তা রূপায়নের সাফল্য - সবটাই নির্ভর করছে এ ব্যাপারে আমরা কৃষকদের কতটা সচেতন করে তুলতে পারছি তার ওপর।

অঙ্কিতা : এ তো হলো গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্রে জলসংকট। কিন্তু শহরাঞ্চলে স্মার্ট সিটি, মেগাসিটির নামে যে আগ্রাসী নগরায়ন - তার জন্য বুঝিয়ে ফেলা হচ্ছে জলাভূমি রাস্তা তৈরির জন্য নির্বিচারে কেটে ফেলা হচ্ছে প্রাচীন গাছ।

শর্মিষ্ঠা : শহরে শুদ্ধ জলের অপচয় হয়। আমাদের শহরাঞ্চলে নলবাহিত যে জল সরবরাহ করা হয়, প্রায়শই এই জল ব্যবহার হয় বাড়ি গাড়ি ধোয়ার মতো কাজে।

অভিলব্য : সেদিন সংবাদপত্রে পড়েছিলাম যে, গৃহস্থবাড়িতে সরবরাহ করা নলবাহিত জলের শতকরা চল্লিশ ভাগ বর্জ্য জল হিসাবে নালা গুলিতে বয়ে যায়।

অনিকেত : না, বর্জ্য জলের পুনর্ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে, তবে তা খুবই ছোট স্তরে। একে আরও গুরুত্ব দিয়ে বড় স্তরে প্রচলিত করা দরকার। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই সংকটের মোকাবিলা করতে হবে। তা না হলে ভেঙে পড়তে পারে খাদ্যনিরাপত্তা, বিপুলভাবে বাড়তে পারে তাপপ্রবাহে অসুস্থতা এবং জীবনহানির ঘটনা।

রঞ্জন : শুধু তাই কেন ? আপনারা তো দেখছেন সম্প্রতি বিদ্যাধরী নদীর পাড় ভেঙে তলিয়ে যাচ্ছে বিঘের পর বিঘে জমি। কারণ কী ? বিদ্যাধরী নদীর তলা থেকে যথেচ্ছভাবে ইটভাটার

জন্য মাটি কেটে তুলে নেওয়া হচ্ছে। নদীগর্ভ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। তলিয়ে যাচ্ছে নদীর আশেপাশের ঘরবাড়ি, গাছপালা।

অনিকেত : আসলে প্রশাসনিক তৎপরতার অভাব। শুধু বিদ্যাধরী নয়, ইচ্ছামতীরও একই অবস্থা। দেখা দিচ্ছে ভাঙ্গন। রাস্তা, বসত বাড়ি চলে যাচ্ছে নদীর গর্ভে।

অঙ্কিতা : সত্যিই এসব শুনলে মনে হয় আমরা কত অসহায়, মানুষের লোভের শিকার মানুষ। সকলেই নিজের মতো আরও ভালোভাবে বাঁচতে গিয়ে পৃথিবী কে সংকটে পরিপূর্ণ করে তুলছে ! জানিনা এর শেষ কোথায় !

অনিকেত : এতক্ষণের আলোচনায় একটা সুর ধরা পড়ল। আবহাওয়া পরিবর্তন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের বাড়বাড়ন্ত, মানুষের জীবিকার লড়াই, জলসংকট এগুলো আলাদা আলাদা সমস্যা নয়। একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। আলাদাভাবে এর সমাধান সম্ভব নয়।

অভিলব্য : এর জন্য সর্বাগ্রে যেটা প্রয়োজন তা হলো সমন্বয়-সাধন। এ কাজ শুধু কোন একটি মন্ত্রক বা কোন এক বিষয়ের অধ্যাপক, বিজ্ঞানীর, পরিবেশকর্মীর নয়। সকলে মিলে এগিয়ে এসে সমাধানের পথে এগোতে হবে।

অঙ্কিতা : সর্বোপরি এগিয়ে আসতে হবে নাগরিক সমাজকে। না হলে কে শেখাবে বাচ্চাদের জলের কল খুলে রেখে দাঁত মাজা ঠিক নয় বা বুড়োদের শেখাবে সৌন্দর্যায়নের জন্য পুকুরের পাড় বাঁধানো, গাছের গোড়া বাঁধানো অপরাধ। এতে পরিবেশের ক্ষতি হয়।

রঞ্জন : ওরে বাবা। আটটা বেজে গেল। আজকে তো এখানেই শেষ করতে হবে।
ওঃ আর একবার চা এসে গেছে। চা খেয়েই উঠতে হবে।

শর্মিষ্ঠা : চা পান করতে করতে আমরা আজকের আলোচনার পরিণতি দিয়ে ফেলি। আর পরের একটা আলোচনার সময় ঠিক করে নিই।

অনিকেত : তার আগে আমি চাইছি - যেখানে যেখানে আমরা কাজ করছি - সেগুলো সবাই ঘুরে দেখুক এবং বাস্তবে এন এ পি সি সি বর্ণিত মিশনগুলি আরো কিভাবে কার্যকরী করে তোলা যায় - তার রূপরেখা তৈরি করা হোক।

অভিলব্য : আগামী মাসের শেষের দিকে দিন সাতেকের জন্য আমরা সকলে একসঙ্গে বেড়িয়ে পড়তে পারি। কী বলেন অনিকেতবাবু ? আপনি কি তখন কলকাতায় না উত্তরবঙ্গে থাকবেন ?

অনিকেত : আমি বলছিলাম আমি উত্তরবঙ্গে থাকাকালীন আপনারা আসুন। ওখানকার কাজগুলো আপনারা দেখুন। তারপর একসঙ্গে সকলে আবার আপনাদের কাজের অঞ্চলে চলে আসব।

রঞ্জন : তা হলে আমরা ঘুরে আসার পর বসার দিনটা ঠিক করব। কী বলেন অভিলব্যবাবু ?

অভিলব্য : হ্যাঁ সেটাই ভালো হবে, আজকের আলোচনা থেকে বেশ কিছু জিনিস পাওয়া গেল এবং কিছু সমাধানসূত্র বেরোল.. শর্মিষ্ঠা, অঙ্কিতা - আপনারা কী বলেন ?

শর্মিষ্ঠা : এতে বলার আর কী আছে। কাজ চালিয়ে যেতে হবে। থামলে চলবেনা।

অঙ্কিতা : সময় খুব কম, কাজ অনেক। আমাদের আরও শিক্ষিত মানুষকে এই কাজে জড়াতে হবে।

অভিলব্য : আজ তাহলে আমরা উঠি। আপনি বরং বিশ্রাম নিন।

অনিকেত : আরে মশাই - বিশ্রাম করার মত সময় কোথায় ? পারলে রাত জেগেও আমি এখন লেখালেখির কাজ করছি। ঠিক আছে - ফোনে যোগাযোগ করে নেব। মিত্রবাবুর ফোন নম্বর আমার কাছে আছে।
[সকলেই বিদায় নিতে উদ্যত। অনিকেতবাবু হেসে সকলকে বিদায় জানান]